দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 05 MAR 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত কারিগরি শিক্ষার মান

এম এইচ রবিন ●

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে দক্ষ জনশক্তি তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে বারবার। ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে এ শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধিরও। তবে বাস্তবতা হচ্ছে– সবচেয়ে বেশি অবহেলা আর সংকটের মুখে পড়ে আছে এ শিক্ষাব্যবস্থা। অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত কারিগরি শিক্ষার মান।

- শিক্ষক সংকট
- নেই অবকাঠামো ও ল্যাব
- মানসম্মত পাঠ্যবইয়ের অভাব
- নেই চাকরির ব্যবস্থা
- গবেষণাহীন পুরনো কারিকুলাম
- সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক

জানা গেছে, সরকারের অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে এখনো গুরুত্বহীন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ফলে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। এমন তথ্য পাওয়া গেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটির প্রতিবেদনে। সংকট উত্তরণে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে সুপারিশও করেছে কমিটি। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় পলিসি ও প্রজেক্ট ফর্মুলেশন টাস্কফোর্স, ইন্ডাস্ট্রি ও ইনস্টিটিউট লিংকেজ টাস্কফোর্স, টিভিইটি এনরোলমেন্ট টাস্কফোর্স, কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট টাস্কফোর্স এবং জব মার্কেট অ্যাসেসমেন্ট ও এমপ্লয়মেন্ট– এই পাঁচটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে সরকার।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি লাভে বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ২০২০ সালে ২০ শতাংশ, ২০৩০ সালে ৩৫ শতাংশ এবং ২০৪১ সালে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তির টার্গেট নিয়েছে সরকার। যেখানে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার্থীর গড় বৃদ্ধির হার ছয় শতাংশ, কারিগরিতে এ হার ১৪ শতাংশ ধরে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়; কিন্তু ২০১৫ সালের জরিপ অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হয়নি, যে কারণে পিছিয়ে আছে কারিগরি শিক্ষা। বর্তমানে কারিগরিতে ৪৪ হাজার ৫৬৮ শিক্ষক রয়েছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৭। অর্থাৎ ২৭ শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র একজন শিক্ষক। অথচ শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী ১২ শিক্ষার্থীর জন্য এক শিক্ষক থাকার কথা। বছরের পর বছর শিক্ষক-কর্মচারীদের পদ শূন্য আছে। দুর্বল ইন্ডাস্ট্রি-ইনস্টিটিউট লিংকেজ ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া শিক্ষকদের অদক্ষতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ কম, মানহীন প্রশিক্ষণ কারিগরি শিক্ষাকে পশ্চাৎপদ রেখেছে। কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কোর্স চালু করতে নেই প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, ভৌতঅবকাঠামো ও ল্যাব বা ওয়ার্কশপ। মানসম্মত টেক্সটবুক

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৭

অব্যবস্থাপনায় জর্জরিত কারিগরি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রণয়ন হয়নি। সুযোগ কম শিল্প-কারখানায় অ্যাপ্রেনটিশিপ প্রশিক্ষণের। সরকারের অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ। কারিগরি শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি কম। এমনকি কারিগরি শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। চলছে অপ্রয়োজনীয় কোর্স। সর্বোপরি নেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সেক্টরের দক্ষতা ম্যাপিং ব্যবস্থা।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে কারিগরি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করতে হবে বেসরকারি খাতকে। সাধারণ শিক্ষার তুলনায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার বাড়াতে প্রণয়ন করতে হবে নীতিমালা। কারিগরি শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে শিক্ষক সংকট দূর করে সংযুক্ত ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক (কারিগরি) পদ সৃষ্টি করে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। গুরুত্ব দিতে হবে ইনফরমাল সেক্টরকে। এসব সেক্টরের দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকদের চিহ্নিত করা উচিত। এদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই করে স্বীকৃতি সনদায়ন করা দরকার। চাকরির ক্ষেত্র চিহ্নিত করে কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা। চাকরি নিশ্চিত করতে প্রতিটি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে জব প্লেসমেন্ট সেল গঠন করা। প্রশিক্ষণ ও চাকরি নিশ্চিত করা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার জরিপ করে পেশাভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনশক্তি রপ্তানি করার ব্যবস্থা করা। প্রযুক্তি বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শিক্ষাসহায়ক পরিবেশ ও দক্ষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের। এ ছাড়া মাদ্রাসায় দাখিল ও আলিমে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা। সরকারি-বেসরকারি স্কুল ও কলেজে ভোকেশনাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট চালু করা। মেট্রোপলিটন এলাকার নামকরা স্কুলে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা। শর্টকোর্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও ট্রেড বাড়ানো। এমপিওভুক্ত স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত ভোকেশনাল স্কুলে উপবৃত্তি চালু করা। এই খাতের শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা যুগোপযোগী করা। গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র তৈরি করা; প্রয়োজন গবেষণা। অষ্টম শ্রেণির সমাপনী ও এসএসসি ফেল করা শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিল্প-কারখানার সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. নাজমুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তির সরকারের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় করতে হবে। শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে চালু থাকা প্রতিষ্ঠানে নতুন ট্রেড ও টেকনোলজি বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো প্রয়োজন।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীর বলেন, টিভিইটির উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ করছে এ সম্পর্কিত টাস্কফোর্স। তাদের প্রতিবেদনগুলো পেলে সেমিনার করে নতুন কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। তিনি বলেন, কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন হলে কারিগরির এনরোলমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব। উৎপাদনশীলতা ও সেবার মান বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ।